রাজিয়া সুলতানা
তারিখঃ ০৯.০৪.২০২০
বসন্ত ক্যাম্পাস

শ্রেণি–তৃতীয়,বিষয়–বাংলা

অধ্যায় –একাই একটি দূর্গ

- **শিক্ষার্থীদের প্রথমে গল্পটি রিডিং পড়বে**
- **মূলবিষয় ঃ**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন ।মোস্তফা কামালের বয়স ছিল চব্বিশ বছর। ভাষন শুনে তাঁর বুক ফুলে ওঠে।

↓

এপ্রিল ১৯৭১ ।পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে ঠেকানোর জন্য অধিনায়ক মোস্তফা কামাল ১০ জন সৈন্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দরুইন গ্রামে।

↓

১৬ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ।পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করলেন কিন্তু পর্যাপ্ত সেনা না থাকায় সবাইকে নিয়ে পরিখার মধ্যে আত্মরক্ষা করলেন। পরবর্তীতে কিছু সেনা যুক্ত হল।

↓

১৮ই এপ্রিল ১৯৭১। বেলা ১১ টার দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। শত্রুরা আক্রমণ শুরু করল।একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হলেন।কিন্তু মোস্তফা কামাল মেশিনগান চালাতে লাগলেন।তিনি পিছু হটতে চাইলেন কারন, তাহলে সবাই মারা যাবেন।সবাই পিছু হটলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল।মোস্তফা কামাল মারা গেলেন।তাকে সমাহিত করা হয় দরুইনে।বাংলাদেশ তাঁকে সর্বোচ্চ বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেন।

কঠিন শব্দঃ **ভাষণ**, অধিনায়ক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আত্মরক্ষা, পরিখা, গোলাবর্ষণ, দুশমন, বিঁধল, অস্ত্র, অনবরত, পরিখা, ঝাঁঝরা, সাহিত, ভূষিত, বীরশ্রেষ্ঠ

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১.কে ৭ই র্মাচ ভাষণ দেন?
২.মোস্তফা কামালের বয়স কত ছিল?
৩.বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে কার বুক ফুলে ওঠে?
৪.হানাদার বাহিনী কত তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসে?
৫.মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নেন?
৬.তাদের দলে কতজন সৈন্য ছিল?
৭.পাকিস্তানী বাহিনী কত তারিখে কুমিল্লার দিকে এগিয়ে আসে?
৮.কখন মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হল?
৯.মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় আত্মরক্ষা করলেন?
১০.কখন বাড়তি সেনা আসলো?
১১.শত্রুর গোলাবর্ষণ শুরু হল কখন থেকে?
১২.কার বুকে গুলি এসে লাগল?

১৩.কে মেশিনগান চালাতে লাগল?

১৪.কে পিছু হটতে চাইল?

১৫.কতজন মুক্তযোদ্ধা শহীদ হলেন।

১৬.মোস্তফা কামালের শরীর কিসের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল?

১৭.মোস্তফা কামালকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

১৮.মোস্তফা কামালকে কোন খেতাবে ভূষিত করা হয়?

❖ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে

লেকচার শীট

শ্রেণি- তৃতীয়, বিষয় – বাংলা

অধ্যায়- কানামাছি ভোঁ ভোঁ

❖ **শিক্ষার্থীদের প্রথমে গল্পটি রিডিং পড়বে**

মূলশব্দ ঃ শীতলপুর ➡ তপুর মামাবাড়ি ➡ গ্রীষ্মের ছুটি ➡ বনভোজন ➡ নতুন খেলা ➡ চোখ বাঁধা ➡ আসল খেলা ➡ মজার ছড়া ➡ ছোট্ট মাঠ ➡ মামা এলেন ➡ শৈশব ➡ পুরনো খেলা

❖ **মূলশব্দ ব্যবহার করে ছোট ছোট প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গল্পটি বর্ণনা করা**

❖ **কঠিন শব্দ ঃ** গ্রীষ্ম, মিছামিছি, বনভোজন, কানামাছি, ঝাঁক, শৈশব

❖ **শব্দার্থ ও বাক্য গঠন ঃ** পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী -১ সবগুলো পড়া

❖ **যুক্তবণ ভেঙ্গে ২ টি করে শব্দগঠন ঃ(শিক্ষার্থীরা নিজেরা শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করবে)**

ন্দ, ষ্ম, ন্ত, ন্ধ, ল্প, চ্ছ, ক্ক, ষ্ট, ক্ত, ঙ্গ,

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজেরা প্রশ্ন উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে

প্রশ্ন ঃ

১.তপুর মামাবাড়ি কোথায়?

২.সবাই কখন খেলা করে?

৩.নতুন শেখা খেলার নাম কী?

৪.রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মত ঘুরতে লাগল?

৫.তপুর মামাতো ভাইবোনের নাম কী?

৬.তপু ও কান্তার পাশের বাড়ির বন্ধুদের নাম কী?

৭.দুপুরে বাগানে সবাই কী করে?

৮.খেলার শুরুতে প্রথমে কার চোখ বেঁধে দেয়া হল?

৯.কোথায় খেলা চলছিল?

১০.খেলায় হঠাৎ কে এসে হাজির হল?

উত্তর ঃ

১.তপুর মামাবাড়ি শীতলপুর।
২.সবাই বিকালে খেলা করে।
৩.নতুন শেখা খেলার নাম হল কানামাছি।
৪.রাতুলের চারপাশে সবাই একঝাঁক মাছির মত ঘুরতে লাগল।
৫.তপুর মামাতো ভাইবোনের নাম হল– রিতু , সোমা আর জিসান।
৬.কেয়া, কনক, শিহাব, সুবিমল,রাতুল, এবং আরো অনেকে।
৭.দুপুরে বাগানে সবাই মিছামিছি বনভোজন করে।
৮.সোমার চোঁখ বেঁধে দেয়া হল।
৯.বাড়ির পিছনে ছোট্ট মাঠে খেলা চলছিল।
১০.তপু ও কান্তার ছোট মামা এসে হাজির হল।

এছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী- ২, ৫, ৬, ৭, ৮ও ৯ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমাধান করবে।

রাজিয়া সুলতানা
তারিখঃ ০৯.০৪.২০২০
বসন্ত ক্যাম্পাস

রাজিয়া সুলতানা

তারিখঃ ০৯.০৪.২০২০

বসন্ত ক্যাম্পাস

লেকচার শীট

শ্রেণি- তৃতীয়, বিষয় – বাংলা

অধ্যায়- কানামাছি ভোঁ ভোঁ

❖ **শিক্ষার্থীদের প্রথমে গল্পটি রিডিং পড়বে**

মূলশব্দঃ

শীতলপুর → তপু আর কান্তার মামাবাড়ি শীতলপুর গ্রামে।গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবাকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যায়। গ্রামটি শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত।

↓

বনভোজন → তপু আর কান্তার মামাতো ভাইবোন আর পাশের বাড়ির বন্ধুদের সাথে একসাথে হইচই আর আনন্দে সময় কাটায়।দপুরে বাগানে বনভোজন,বিকালে খেলা আর রাতে মাদুর পেতে গল্প করে সবাই।

↓

নতুন খেলা → তপু একটা নতুন খেলা শিখল যার নাম কানামাছি।খেলার শুরুতে রাতুলের চোখ বেঁধে দেয়া হল।রাতুলের চারপাশে সবাই মাছির মত ঘোরে এবং ছড়া কাটে।রাতুল অন্য একজনকে ধরার চেষ্টা করে।

↓

মামা এলেন → বাড়ির পিছনে ছোট্ট মাঠে খেলা চলছিল। এমন সময় মামা এসে সবার সাথে খেলায় অংশগ্রহন করলেন্ । মামাও যেন সবার সাথে শৈশবে ফিরে গেলেন।

- ❖ **মূলশব্দ ব্যবহার করে ছোট ছোট প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গল্পটি বর্ণনা করা**
- ❖ **কঠিন শব্দ ঃ** গ্রীষ্ম, মিছামিছি, বনভোজন, কানামাছি, ঝাঁক, শৈশব
- ❖ **শব্দার্থ ও বাক্য গঠন ঃ** পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী -১ সবগুলো পড়া
- ❖ **যুক্তবণ ভেঙ্গে ২ টি করে শব্দগঠন ঃ(শিক্ষার্থীরা নিজেরা শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করবে)**

ন্দ, ষ্ম, ন্ত, ন্ধ, ল্প, চ্ছ, ক্ক, ষ্ট, ক্ত, ঙ্গ,

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজেরা প্রশ্ন উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে

প্রশ্ন ঃ

১.তপুর মামাবাড়ি কোথায়?
২.সবাই কখন খেলা করে?
৩.নতুন শেখা খেলার নাম কী?
৪.রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মত ঘুরতে লাগল?
৫.তপুর মামাতো ভাইবোনের নাম কী?
৬.তপু ও কান্তার পাশের বাড়ির বন্ধুদের নাম কী?
৭.দুপুরে বাগানে সবাই কী করে?
৮.খেলার শুরুতে প্রথমে কার চোখ বেঁধে দেয়া হল?
৯.কোথায় খেলা চলছিল?
১০.খেলায় হঠাৎ কে এসে হাজির হল?

উত্তর ঃ

১.তপুর মামাবাড়ি শীতলপুর।

২.সবাই বিকালে খেলা করে।

৩.নতুন শেখা খেলার নাম হল কানামাছি।

৪.রাতুলের চারপাশে সবাই একঝাঁক মাছির মত ঘুরতে লাগল।

৫.তপুর মামাতো ভাইবোনের নাম হল– রিতু , সোমা আর জিসান।

৬.কেয়া, কনক, শিহাব, সুবিমল,রাতুল, এবং আরো অনেকে।

৭.দুপুরে বাগানে সবাই মিছামিছি বনভোজন করে।

৮.সোমার চোঁখ বেঁধে দেয়া হল।

৯.বাড়ির পিছনে ছোট্ট মাঠে খেলা চলছিল।

১০.তপু ও কান্তার ছোট মামা এসে হাজির হল।

রাজিয়া সুলতানা

তারিখঃ ০৯.০৪.২০২০

বসন্ত ক্যাম্পাস